বা দর্শনস্পর্শনসম্ভাষণাদিলক্ষণা সেবা স্বত এব সম্পদ্যতে ; তৎপ্রভাবেণ তদীয়াচরণে শ্রদ্ধাভবতি ; তদীয়স্বাভাবিকপরস্পরভগবৎকথায়াং কিমেতে সংকথয়ন্তি তৎশৃণোমীতি তদিচ্ছা জায়তে ; তচ্ছ্রবণেন চ তস্যাং রুচির্জায়ত ইতি। তথা চ মহত্ত্বএব শ্রুতা ঝটিতি কার্য্যকরীতিভাবঃ। তথাচ কপিলদেববাক্যং—সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথা ইত্যাদি। তত্তশ্চ শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ। হৃদ্যন্তস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥ ১২ ॥

নিরভিমানী ঋষিগণ যদ্যপি সতত হরিধ্যানে পরম পবিত্র, তথাপি ভূমণ্ডলমধ্যে বহুল পবিত্র তীর্থে গমন ও বাসাদি দ্বারা ঐসকল তীর্থকে পবিত্র করিয়া থাকেন। এই দশম স্কন্ধের সপ্তাশী অধ্যায়ে পঁয়ত্রিশ শ্লোকানুসারে প্রায়শঃ সেই পবিত্র তীর্থস্থানে মহাপুরুষের সঙ্গ পাইবার সম্ভাবনা আছে। শ্রীধরস্বামীপাদের টীকার অভিপ্রায় অনুসারে ও পুণ্যতীর্থ নিষেবণ হেতু যদৃচ্ছাক্রমে মহৎ সেবাটি লাভ হয়। সেই মহতের সেবা দ্বারা বাসুদেব-কথায় রুচি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কার্য্যান্তর উদ্দেশ্যেও পবিত্রতীর্থে ভ্রমণ-কারী জীবের তীর্থসেবনোদ্দেশ্যে সমাগত অথবা সেই পবিত্রতীর্থে অবস্থিত মহাপুরুষগণের দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণাদিরূপসেবা বিনা যত্নে আপনিই হইয়া থাকে। কারণ, বহির্মুখ জীবের পক্ষে মহাপুরুষগণের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি থাকা অসম্ভব। সেই মহাপুরুষগণের দর্শন ও স্পর্শাদিপ্রভাবে তাঁহাদিগের আচরণে শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। সেই মহাপুরুষগণের স্বভাবসিদ্ধ পরস্পর ভগবৎ কথাতে 'ইঁহারা কি বলিতে-ছেন শ্রবণ করি'—এইরূপ ইচ্ছাটিও হইয়া থাকে। তখন সেই মহাপুরুষের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণজন্য সেই ভগবৎকথাতে রুচিরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই প্রকারে বহির্মুখ জীবের পবিত্রতীর্থ নিষেবণ দ্বারা শ্রীহরিকথায় রুচি লাভের সম্ভাবনা আছে। এই শ্রীহরিকথা মহাপুরুষের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিলেই অতি সত্বর কার্য্যকরী অর্থাৎ রুচি প্রভৃতির উদয়কারিণী হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে তৃতীয়স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ কপিলদেব নিজ জননী দেবহূতিকে বলিয়াছেন—'হে মাতঃ! সাধু-গণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার প্রভাবজ্ঞাপক, জীবের হৃৎকর্ণ রসায়ন কথা হইয়া থাকে। সেই কথা আসক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে অতি সত্বর শ্রদ্ধা, (সাধন-ভক্তি) রতি, (ভাব-ভক্তি) ভক্তি (প্রেমভক্তি) অনুক্রমে আবির্ভূতা হয়। এই শ্লোকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে করা যাইবে। সাধুসঙ্গ হইতে শ্রীহরিকথায় রুচি লাভের পর যাঁহার কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন জীব-মাত্রের হৃদয়শোধনকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণও নিজকথা শ্রবণকারী ভক্তগণের হৃদয়ে